Contents

হিন্দু শাস্ত্রে ইসলাম

মোঃ মোখলেছুজ্জামান খান

খান বুক সেন্টার

হিন্দু শাস্ত্রে ইসলাম

Islam in Hinduism

সম্পাদনায়

মোঃ মুখলেছুজ্জামান খান

খান বুক সেন্টার

হিন্দু শাস্ত্রে ইসলাম

Islam in Hinduism

সম্পাদনায় (Compiled by)

মোঃ মুখলেছুজ্জামান খান

Md. Muklesuzzaman Khan (MBA London)

author of the books :

- Fluent Method of Spoken English
  (Professor's Prokason)
- Communicative English with Speaking Power
  (Khan Publication)
- The tactics of Reading Newspapers with Speaking Power
  (Rohel publication)
- First-Made Spoken English
  (Professor's Prokason)
- Modern English for fluency (on debate)
  (Professor's Prokason)
- Smooth English Writing Skills
  (Professor's Prokason)
- NCTB Communicativ English for Class Six
  (Mollick Brothers)
- English for Madrasha Students
  (Khan Publication)
- Strong Writing skills (London)

First Edition : 2008

Published by :
Moniruzzaman Khan
Khan Book Center

Computer compose :
Rabeya Computer & Graphics
38 Banglabazar (3rd Floor), Dhaka-1100
Mobile : 01720318024

Printed by : Hera Printers

Price : 70.00 Taka only

প্রাপ্তিস্থান ঃ নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, ফার্মগেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী
সিলেট, বরিশাল ও দেশের অভিজাত লাইব্রেরিসমূহে

লেখক বিবরণী

মোঃ মুখলেছুজ্জামান খান

জন্ম ঃ নেত্রকোনা (মদন, কদমশ্রী)

এস-এস-সি-প্রথম বিভাগ (নেত্রকোনা)

এইচ-এস-সি-প্রথম বিভাগ (ঢাকা সিটি কলেজ)

এম-এস-প্রথম শ্রেণী (বা.কৃ.বি)

এম বি এ–লন্ডন

- সাবেক 'ট্রেইনার কাম-লেকচারার, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইন দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কমিউনিকেশন।
- সাবেক 'ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাকটর' আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বি ডি লিঃ (রেডিক্যাশ) ধানমন্ডি ঢাকা।
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 'ইংলিশ সোসাইটি' বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ

সূচী (Contents)

Contents

সূচনা (Introduction) ঃ

মানব সৃষ্টির পর থেকেই সৃষ্টিকর্তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই তাঁর মনোনীত কিছু মানুষের উপর (নবী বা রাসুল) ঐশ্বরিক বার্তা সংক্রান্ত পবিত্র গ্রন্থসমূহ (Sacred Scriptures) প্রেরন করেছেন। এমন নবী বা রাসুলের সংখ্যা মতান্তরে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। যদিও মুসলমানদের পবিত্রগ্রন্থ 'কোরান" শরীফে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম সহকারে উল্লেখ আছে। প্রত্যেক নবী (Messenger/Prophet) এক আল্লাহ বা ঈশ্বরের (Monotheism) প্রভূত্ব প্রচার করেছেন এবং মানুষকে ভালো-মন্দের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কোরানে বলেন,–

❐ সুরা আল ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত ৬৪
Sura Al-Imran, ch-3, v-64

Say : O People of the Book! Come to common terms as between us (Allah) and you : That we worship none but Allah; ...

আল্লাহ পাক বলেন : "তোমরা আমার সাথে একটি বিষয়ে ঐক্যেমতে আসো যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করো না; ...

এখন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কেউ যদি প্রশ্ন করেন :

● শ্রী কৃষ্ণ কি নবী ছিলেন?

উত্তরে বলা যায়– হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কোন জিনিসকে প্রমান করতে হলে কিছু দলিলের প্রয়োজন হয়। এ সংক্রান্ত সর্বশেষ দলিল হলো পবিত্র "কোরান" শরীফ যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়।

চারটি সবচেয়ে বড় পবিত্র গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের মধ্যে

[● তোরা—>হযরত মুসা (আঃ) (Mosa) এর উপর

● যবুর—>হযরত দাউদ (আঃ) (David) এর উপর

● ইনযিল (বাইবেল)—>হযরত ঈশা (আঃ) (Jesu) এর উপর এবং

● কোরান—>হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়।]

একমাত্র পবিত্র কোরান (যা চৌদ্দশত বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো) শরীফ এখন পর্যন্ত হুবহু পূর্বাবস্থায় সংরক্ষিত আছে যার একটি অক্ষরও পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন হয় নাই এবং আশা করা যায় কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। বাকী সব গ্রন্থসমূহ নিজ নিজ ধর্মের গুরুজন নিজেদের স্বার্থে ক্রমান্বয়ে এমনভাবে পরিবর্তন বা সংস্কার (Corrupted) করেছেন যার আসল আয়াত বা লিখাগুলো খূজে পাওয়া দুস্কর। অথচ ঐসব মূল গ্রন্থসমূহের মূলমন্ত্র কিন্তু একই যা পবিত্র কোরানের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতীতের মোটামোটি সকল ধর্মগ্রন্থেই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং তাঁর আগমনের পর থেকে দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শ এবং তাঁর উপর প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ পুরোপুরি অনুসরণ করা সমগ্র মানবজাতির জন্য অবশ্য করনীয়।

তাই কোন ধর্মকে বুঝতে হলে ঐ ধর্মের আদিরূপ (Original Scripture) পড়া উচিত।

"The best method to understand a religion is to understand the original sacred Scripture".

তেমনি হিন্দু শাস্ত্র বুঝতে হলে ঐ শাস্ত্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য (authentic) গ্রন্থসমূহ খতিয়ে দেখতে হবে। হিন্দু শাস্ত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো—>ভেদ (Vedus)

আর হলো—>

● উপানিশাদ

● পুরানা

● রামায়ন

● মহাভারত

● মনোস্মৃতি ইত্যাদি।

একইভাবে ইসলাম ধর্ম বুঝতে হলে এর প্রধান এবং পবিত্র গ্রন্থ পবিত্র কোরান দ্বারা বুঝতে হবে যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়। আর আছে সহী হাদিছ।

হিন্দু বা হিন্দুশাস্ত্রের উৎপত্তি ঃ **Derivation of Hindu or Hinduism**

'হিন্দু' শব্দটি আসলে ভৌগলিক অবস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ইনডাস নদীর ওপারে যেসব লোকজন বসবাস করতো তাদেরকে হিন্দু বলা হতো।

'হিন্দু' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিলো পারশিয়ানদের (ইরানী) দ্বারা, যারা ভারতে এসেছিলো হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে এই শব্দটি আরবীদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো ভারতীয়দের উল্লেখ করতে।

- **Encyclopedia of Religion & Ethnics- vol.6, Ref.-699 :** এর মতে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বে 'হিন্দু' শব্দটি ভারতীয় কোন সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থের কোথাও উল্লেখ ছিলো না।

- পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু "Discovery of India" গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ৭৪-৭৫ এর উল্লেখ করেছেন যে 'হিন্দু' শব্দটি ভারতের এক শ্রেণীর লোকদের বুঝাতে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো।

- ভারতীয় লোকদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসকে বুঝাতে "হিন্দুশাস্ত্র (Hinduism)" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো বৃটিশদের দ্বারা।

- **New Enclopedia of Britanica, vol-20, Ref.-581 :** অনুসারে ভারতীয় লোকদের ধর্মবিশ্বাসকে বুঝাতে সর্বপ্রথম "হিন্দুশাস্ত্র (Hinduism)" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিলো একজন বৃটিশ লেখক দ্বারা ১৮৩০ সালে।

অর্থাৎ 'Hinduism' শব্দটি সর্বপ্রথম একজন ইংরেজ ব্যবহার করেছিলো।

এইজন্য হিন্দু ধর্মের গুরু বা ঋষীদের মতে এটির সঠিক নাম হওয়া উচিত ছিলো–

- সনাতন ধর্ম (চিরন্তন ধর্ম) বা
- ভেদিক ধর্ম বা ভেদ

এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন মহান সংস্কারবাদী (reformist) হিসেবে খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'হিন্দুশাস্ত্র (Hinduism)' নামটি ভিত্তিহীন। এটি হওয়া উচিত ছিলো– ভেদের অনুসারী (Vedantis)

ইসলামের উৎপত্তি ঃ
Derivation of Islam

'ইসলাম' শব্দটি এসেছে আরবী 'সাল্‌ম' থেকে যার অর্থ শান্তি আবার এই শব্দটির উৎপত্তি 'সিল্‌ম' থেকে যার অর্থ হচ্ছে–

"নিজের সকল ইচ্ছা আল্লাহর কাছে নত করা"

অর্থাৎ ইসলাম হচ্ছে–

"নিজের ইচ্ছাগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে অর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি অর্জিত করা"

[Islam means- Peace acquired by submitting your will to Almighty God (Allah)]

এবং এটা পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াত ও সহী হাদিছে অনেক জায়গায় বর্ণিত আছে। যেমন

সুরা আল ইমরান, অধ্যায় ৩, আয়াত ১৯ :
Sura Al-Imran, Ch-3, V-19

The religion before Allah is Islam (Submission to His will)...

আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম'...

❑ সুরা আল-ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-৮৫ :

Sura Al-Imran, ch-3, V-85

If anyone desires a religion other han Islam (Submitting to Allah) never will it be accepted of him...

যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে অনুসরণ করতে চায় তবে তা আল্লাহর কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।...

অর্থাৎ যারা মনে করে ইসলামের জন্ম ১৪০০ বছর পুর্বে তারা ভুল। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) থেকেই ইসলামের আবির্ভাব এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে এর পূর্ণতা সম্পন্ন হয়েছে।

মুসলমানের সংজ্ঞা ঃ
Definition of a Muslim

একজন মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার ইচ্ছে শক্তি গুলো মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে সপদৃ করে।

A Muslim is a Person who submits his will to Almighty God

একজন মুসলমানের ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য

সহী হাদিছ

সহী মুসলিম, ভলিয়ম-১, বুক অব ইমান, অধ্যায়-২, হাদিছ নং ৬ :

❑ ———————————————————— :

Sahi Muslim, Vol-1, Book of Iman, Ch-2, Hadith No-6

এতে বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি একদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এসে প্রশ্ন করলো–

"হুজুর– ইমান অর্থ কি? (What does 'belief' mean?)

হুজুর বললেন, ইমান হচ্ছে–

- এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস
- ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস
- পবিত্র গ্রন্থসমূহের উপর বিশ্বাস
- মৃত্যুর পর পুনরোত্থানের উপর বিশ্বাস
- সকল নবীদের প্রতি বিশ্বাস
- ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস

এ প্রসংগে পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

সুরা বাকারাহ, অধ্যায়-২, আয়াত-১৭৭

Sura Al-Baqarah, ch-2, V-177 :

It is not righteousness that you turn your faces towards East or West; But it is righteousness to believe in -Allah

and -the last day

and -the Angels

and -the Books

and -the messengers...

সৎকর্ম কেবল এটাই নয় যে তোমার মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; কিন্তু পূণ্য হচ্ছে – আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

– শেষ দিন বা পুনরোত্থানের উপর বিশ্বাস

– ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস

– পবিত্রগ্রন্থসমূহের (আসমানী কিতাবের) উপর বিশ্বাস

– নবীদের প্রতি বিশ্বাস ...

হিন্দু শাস্ত্রে আল্লাহ বা ঈশ্বরের ধারণা

Concept of Allah or God in Hinduism

সাধারণভাবে যদি হিন্দু লোকদের প্রশ্ন করা হয়

- ঈশ্বর কতজন?

কেউ বলে– তিনজন

কেউ বলে– দশজন

কেউ বলে– একশত

কেউ বলে– এক হাজার

কেউ বলে– দশ হাজার

আবার কেউ বলে– তেত্রিশ কোটি।

কিন্তু যারা হিন্দু শাস্ত্রের পবিত্র গ্রন্থগুলো মোটামোটি অধ্যায়ন করেছেন তারা কিন্তু সবাই বলে– ঈশ্বর একজন।

সাধারণ হিন্দুরা মনে করে এই বিশ্বভ্রক্ষ্মাণ্ডের "সব কিছুই ঈশ্বর"

[Everything is God = Pantheism

God is one = Monotheism

Gods are many = Polytheism]

অর্থাৎ তাদের মতে

গাছ হচ্ছে– ঈশ্বর

গরু হচ্ছে– ঈশ্বর

চন্দ্র হচ্ছে– ঈশ্বর

সূর্য হচ্ছে– ঈশ্বর

আকাশ হচ্ছে– ঈশ্বর

সাপ হচ্ছে– ঈশ্বর

মানুষ হচ্ছে– ঈশ্বর

কিন্তু একজন মুসলমান বলে 'সব কিছুই ঈশ্বরের"

(Every thing is God's)

হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে আল্লাহ বা ঈশ্বরের ধারণা

Concept of God in various Seriptures of Hinduism

চান্দোগায়া উপানিশাদ, অধ্যায়-৬, সেকশন-০২, আয়ত-১ ঃ

❑ ——————————————————————— :

Chandogya Upanishad, ch-6, Sec-2, v-1

– ঈশ্বর একজন

শাতাশভাতারা উপানিশাদ, অধ্যায়-৬, আয়াত-৯ ঃ

❑ ————————————————————:

Shvetash vatara Upanishad, Ch-6, v-9

– ঈশ্বরের কোন প্রভূ নেই

– তাঁর কোন বাবা নেই

– তাঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই

শাতাশভাতারা উপানিশাদ, অধ্যায়-৪, আয়াত ১৯ ঃ

❑ ————————————————————:

Shvetash Vatara Upanishad, Ch-4, V-19

– ঈশ্বরের মতো আর কোন কিছুই নেই

(Of Him there is no likeness)

শাতাশভাতারা উপানিশাদ, অধ্যায়-৪, আয়াত-২০

❑ ————————————————————:

Shvetash vatara Upanishad, ch-4, v-20

– ঈশ্বর হচ্ছে নিরাকার

(Of Him there is no images)

ভেদ (Vedas) হচ্ছে হিন্দুদের একটি নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থ। এখানেও বলা হচ্ছে-

ইয়াযোরভেদ, অধ্যায় ২৩, আয়াত ৩ ঃ

❑ ———————, ——————————:

Yajurveda, ch-23, v-3

– ঈশ্বরের কোন আকৃতি নেই

(Of Him there is no images)

– তিনি আজন্ম

(He is unborn)

ইযাযোরভেদ, অধ্যায় ৪০, আয়াত ৮

❑ ————————————————:

Yajur veda, ch-40, V-8

– ঈশ্বর আকৃতি শূন্য

হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ রিগভেদ। এতে বলা হচ্ছে–

রিগভেদ, বই-১, হিম-১৬৪, আয়াত ৪৬

❑ ————————————————:

Rigveda, Book-1, Hymn-164, V-46

– সত্য এক

– ঈশ্বর এক, তাকে আমরা বিভিন্ন নামে ডাকি।

রিগভেদ, বই-১০, হিম-১১৪, আয়াত ৫ এবং বই-২, হিম-১ ঃ

❑ ————————————————————————————:

Rigveda, Bk-10, Hymn-114, V-5, and Bk-2, Hymn-1

এখানে ঈশ্বরকে ৩৩টি গুণাবলীতে গুনান্বিত করা হয়েছে।

রিগভেদ, বই-২, হিম-১, আয়াত-৩

❑ ————————————————:

Rigveda Bk-2, Hymn-1, V-3

এখানে ঈশ্বরকে 'ব্রাহাক্ষা' (Brahamma) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ব্রাহাক্ষা যার বাংলা অর্থ = সৃষ্টা

ইংরেজী = Creator

আরবী = খালেক

এখন যদি কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক 'ব্রাহাক্ষা'কে বর্ণনা করে এভাবে যে–

– তার চারটি হাত আছে

–তিনটি পা আছে ইত্যাদি

তাহলে কিন্তু তারা স্ববিরোধী বক্তব্য দেয় কারণ 'শাতাশভাতারা উপানিশাদে' বলা হচ্ছে–

–ঈশ্বরের মতো আর কোন কিছুই নেই

(Of Him there is no likeness)

রিগভেদ, বই-২, হিম-১, আয়াত ৩

❑ ——————————————:

Risveda, Bk-2, Hymn-1, v-3

এখানে ঈশ্বরকে 'বিষ্ণু' (Vishnu) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে বিষ্ণু এর

বাংলা অর্থ = লালনকর্তা, পালনকর্তা

ইংরেজী = Cherisher, Sustainer

আরবী = রব

কিন্তু এখন যদি কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী 'বিষ্ণু' কে শূন্যে পাখাতে অবস্থান করায়, চারহাত সন্নিবেশিত করে স্বর্ণের পালং এ শয়ণ করায় তাহলে কিন্তু তারা স্ববিরোধী বক্তব্য দেয়। কারণ 'ইয়াযোর ভেদ' এ বলা হচ্ছে–

– ঈশ্বরের কোন অকৃতি নেই

(Of Him there is no images)

রিগভেদ, বই-৮, হিম-১, আয়াত-১ এবং বই-৬, হিম-৪৫, আয়াত ১৬

❑ ——————————————:

Reigveda, Bk-8, Hymn-1, V-1 and Bk-6, Hymn-45, v-16

– একমাত্র তাকেই (ঈশ্বরকে) প্রশংসা করো, সেই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য

ব্রাহাম্মা সুত্র

Brahama Sutra : এখানে বলা হচ্ছে

– ভগবান একজন, দুজন না, দুজন না-

কোনভাবেই দু'জন না।

হিন্দু শাস্ত্রে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ

Indolatry is Prohibited in Hinduism

হিন্দুশাস্ত্রের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে 'ভগবদ গিতা' এখানে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-৭, আয়াত ২০

❑————————————:

Bhagavad Gita, Ch-7, v-20

যারা পার্থিব জিনিসকে মূর্তি বানিয়ে পূজা করে তারা যেন মিথ্যা ইশ্বরকে পূজা করে

ইয়াযোরভেদ, অধ্যায় ৪০, আয়াত ৯

❑————————————:

Yajurveda, Ch-40, v-9

তারাই অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা প্রাকৃতিক জিনিস (আগুন, পানি, ইত্যাদি) কে পূজা করে।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ বা ঈশ্বরের ধারণা

Concept of God in Islam

❑ সুরা এখলাছ, অধ্যায় ১১২, আয়াত ১-৪

Sura Al-Ikhlaas, ch-112, v-1~4

1. Say : He is Allah
   The one
2. Allah, the Eternal, Absolute
3. He begetteth not,
   Nor is He begotten
4. And there is none like unto Him.

১. আল্লাহ একজন

২. আল্লাহ চিরন্তন এবং পরম

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি

৪. তার মতো আর কোন কিছুই না

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু ধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর বা আল্লাহর বর্ণনা এক এবং অভিন্ন।

চান্দোগায়া উপানিশাদ, অধ্যায়-৬, সেকশন-২, আয়াত ১

১. ❑——————————————————:

chandogya Upanishad, ch-6, Sec-2, V-1

– ঈশ্বর একজন এবং অদ্বিতীয়।

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-১০, আয়াত-৩

২. ❑——————————:

Bhagavad Gita, ch-10, V-3

– মহান ঈশ্বর হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের প্রভু।

শাতাশ ভাতারা উপানিশাদ, অধ্যায়-৬, আয়াত-৯

৩. ❑——————————————————:

Shevetash vatara Upanishad, ch-6, V-9

– ঈশ্বরের কোন পিতামাতা নেই

– ঈশ্বরের কোন প্রভু নেই

শাতাশভাতারা উপানিশাদ, অধ্যায়-৪ আয়াত-১৯

৪. ❑———————————————— এবং

Shetash vatara Upanishad, ch-4, V-19

৫. ইয়াযোরভেদ, অধ্যায়-৩২, আয়ত-৩

❑——————————:

Yajurveda, ch-32, v-3

– তার (ঈশ্বরের) মতো আর কোন কিছুই নেই।

(There is nothing like Him)

অর্থাৎ উপরের বিষয় গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হিন্দু ধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর বা ভগবান বা আল্লাহ্ বা স্রষ্টা– <u>একজন এবং অদ্বিতীয়</u>। তার সমকক্ষ কেউ নয়। কোন মানুষ, প্রেতাত্মা, জ্বীন, ফেরেস্তা বা অন্য কোন কিছুই তার সাথে তুলনীয় হতে পারে না।

অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেকেই নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ সমূহকে অমান্য বা অবজ্ঞা করে প্রাকৃতিক অনেক বস্তু এবং কখনও মানুষকে 'ঈশ্বর' বলে আখ্যায়িত করে।

Contents

□ সুরা আল ইছরা, অধ্যায়-১৭, আয়াত-১১০

Sura Al-Isra, Ch-17, V-110

Say : "Call upon Allah, or call upon Rahman :

By Whatever name you call upon Him, (it is well);

For to Him belong the most beautiful names,

...

আল্লাহকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন : তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে সুন্দর নামের অধিকারী ...

□ সুরা আল-আ'রাফ, অধ্যায়-৭, আয়াত-১৮০

Sura Al-A'raaf, ch-7, V-180

The most beautiful names belong to Allah :

So call on Him by them; ...

সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী হচ্ছে আল্লাহ ঃ

তাই সেই নামগুলো দিয়ে তাঁকে ডাকো ;...

□ সুরা ত্বাহা, অধ্যায়-২০, আয়াত ১৮০

Sura Al-taha, ch-20, V-180

... To Him belong the most beautiful names.

... তিনি (আল্লাহ) সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী।

□ সুরা হাসর, অধ্যায়-৫৯, আয়া-২৪

sura Al-Hashr, ch-59, v-24

... To Him belong the most beautiful names.

... তিনি (আল্লাহ) সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী।

হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে 'ঈশ্বর'কে সরাসরি "আল্লাহ" বলে সম্বোধন

Addresssing 'God' as 'Allah in various Scriptures of Hinduism

আরবী 'আল্লাহ' শব্দটি কিন্তু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেও আছে। যেমন

রিগভেদ, বই-২, হিম-১, আয়াত ১১

- ——————————:

  Rigveda Bk-2, Hymn-1, V-11

  এখানে ঈশ্বরকে 'আল্লাহ' নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

  এমনকি সংস্কৃত অভিধানে আল্লাহ হচ্ছে ঈশ্বরের নাম।

- রিগভেদ, বই-৩, হিম-৩০, আয়াত ১০ এবং বই-৯, হিম-৬৭, আয়াত ৩০

- ——————————:

  Rigveda Bk-3, Hymn-30, V-10 and Bk-9, Hymn 67, V-30

  এসব আয়াতে ঈশ্বরকে সরাসরি 'আল্লাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হিন্দু শাস্ত্রের পবিত্র গ্রন্থসমূহ

Scriptures of Hinduism

হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ দু'ভাগে ভাগ করা যায়

১) শ্রুতি (**Shruti**)

২) স্মৃতি (**Smriti**)

শ্রুতি হচ্ছে
- যা শোনা যায়
- যা উপলব্ধি করা যায়
- যা বুঝা যায় এবং
- যা অবতীর্ণ হয়

এবং শ্রুতিকেই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

এটি– আবার দু'ভাগে বিভক্ত

a) ভেদ (Vadas)

b) উপানিশাদ (Upanishad)

ভেদ হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ 'জ্ঞান'। এটি আবার চারভাগে বিভক্ত।

i) রিগভেদ (Rigveda)

ii) ইয়াযোরভেদ (Yajurveda)

iii) সামভেদ (Samaveda)

iv) আথার-ভাভেদ (Atharvaveda)

a) ভেদ কখন অবতীর্ণ হয়েছিলো এটি নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। এক একজন পণ্ডিত এক এক রকম বলেন। যেমন–
স্বামী দয়ানন্দ স্বরেশ্বতী যিনি আরিয়াল সমাজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি বলেছেন ভেদ ১৩১০ মিলিয়ন বছর অগে অবতীর্ণ হয়। অথচ বেশরিভাগ হিন্দু পণ্ডিত বলেন– ভেদ প্রায় ২০০০ (দু'হাজার) বছর পুর্বে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কখন, কোথায় এবং কার দ্বারা ভেদ অবতীর্ণ হয়েছিলো তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কোথাও নেই। তবু বেশীরভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কাছে এটি একটি পবিত্র গ্রন্থ।

b) সাধারণত উপানিশাদের সংখ্যা ২০০ এর বেশী। কিন্তু ভারতে হিন্দু সমাজে এর সংখ্যা ধরা হয় ১০৮। এগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো কেউ বলে ১০টি, কেউ বলে ১২ টি, এবং রাধাকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন ১৮ টি।

২) স্মৃতি ঃ স্মৃতি হচ্ছে যা মূখস্ত করা হয় এবং এটাকে ঈশ্বরের বাণী বলা হয় না, তবে এটা হচ্ছে মানুষের তৈরী যা সামাজিক জীবনের দিক নির্দেশনা দেয়। এটাকে আবার 'ধর্মশাস্ত্র' ও বলা হয়ে থাকে।

এর মধ্যে আছে 'ইতিহাস মহাকাব্য' যা দু'খণ্ডে বিভক্ত

– রামায়ন (যা শ্রীরামের গল্প সমন্বিত) অপরটি

– মহাভারত (যা পাণ্ডব ও কাউরছ এর বিবেদসহ শ্রী কৃষ্ণের গল্প সমন্বিত)

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে 'ভগবদ গিতা' যা মহাভারতের অংশ এবং এতে ১৮ টি অধ্যায় আছে। এটি 'বিস্ম পর্বের' ও অংশ

বিস্মপর্ব, অধ্যায় ২৫-৪২

❑ ——————————:

Bishma Parva ch 25-42

এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

● অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেমন পুরানা (Puranas) : পুরানা অর্থ হচ্ছে 'প্রাচীন' এটা খুব জনপ্রিয়। এর প্রধান অংশ হচ্ছে–

– ভবিষ্য পুরানা (Bhavishya Purana) ঃ এটা ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলে।

● আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ যেমন মনোস্মৃতি (Manusmriti) ইত্যাদি হিন্দুদের যতগুলো ধর্মগ্রন্থ আছে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র এবং নির্ভরযোগ্য হচ্ছে ভেদ (Vedas)। যে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে 'ভেদ' কে অনুসরণ করা হয়।

ইসলাম ধর্মের গ্রন্থসমূহ

Scriptures of Islam

❑ <u>সুরা ইবরাহিম, অধ্যায়-১৪, আয়াত-১</u>

Sura Ibrahim, Ch-14, V-1

...... A book (Quran) Which <u>We</u> (Allah) have revealed unto you (Mohammad), in order that you might lead mankind out of the depths of darkness into light;...

......পবিত্র কোরান আপনার (মুহাম্মদ) উপর নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত করতে পারেন...

[বি.দ্রঃ পবিত্র কোরানের ইংরেজী অনুবাদে 'আল্লাহ'কে We (plural) হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালার অনেক গুনাবলীকে বুঝানো হয়েছে।]

সর্বশেষ গ্রন্থ পবিত্র কোরান যা শেষ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর নাযিল হয়। অতীতের সকল ধর্মগ্রন্থ (কোরান ব্যতিত) নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট গোত্রের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত হয়েছিলো কিন্তু পবিত্র কোরান শরীফ পাঠানো হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর সমগ্র মানবজাতি তথা সকল সৃষ্টজীবের জন্য দুনিয়ার শেষ দিন (কিয়ামত) পর্যন্ত।

❑ সুরা ইবরাহিম, অধ্যায়-১৪, আয়াত ৫২

Sura Ibrahim, ch-14, V-52

Here is a message (Quran) for mankind : That they may take warning there from,...

পবিত্র কোরান হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বার্তা : যাতে করে তারা সেখান থেকে হুশিয়ারী পায়; ...

❑ সুরা বাকারাহ, অধ্যায়-২, আয়াত ১৮৫

Sura Al-Baquarah, ch-2, v-185

..... The Quran was sent down, as a guide to mankind,......

.....পবিত্র কোরানকে পাঠনো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নির্দেশনা স্বরূপ......

❑ সুরা জুমা'র, অধ্যায়-৩৯, আয়াত ৪১

Sura Az-Zumar, Ch-39, V-41

Verily-We (Allah) have revealed the Book (Quran) to you (Mohammad) in truth, for (instructing, mankind,...)

সত্যি সত্যি আমি (আল্লাহ) পবিত্র কোরান আপনার (মুহাম্মদ) উপর নাযিল করেছি সমগ্র মানবজাতিকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

এছাড়ও আছে সহী হাদিছ যেগুলো পবিত্র কোরানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ পবিত্র কোরান এবং সহী হাদিছ এই দুই হচ্ছে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ।

হিন্দু শাস্ত্রে বার্তাবাহক বা নবী বা অবতারের বর্ণনা
Messengers of God in Hinduism

হিন্দুশাস্ত্রে এদেরেক অবতার (Avtar) বলা হয়। অবতার হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ যার

অব (অয়) অর্থ = নীচে

থোর অর্থ = অতিক্রম করা

অর্থাৎ অবতার অর্থ হচ্ছে– নীচে নামা

হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে অবতার ঈশ্বরের গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে মানবরূপে অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীতে সকল অনাচার বা অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ধর্মকে কুলুষমুক্ত করে এবং মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়।

ভগবদ গিতা, অধ্যায় ৪, আয়াত ৭-৮

❑ ——————————————:

Bhagavad Gita, Ch-4, v-7~8

সমাজে যখনই অন্যায়-অবিচার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, সত্য বা ন্যায় বিচার ভূলুণ্ঠিত হয় তখন আমি (অবতার) নিজেকে প্রকাশ করি– ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করি ও মিথ্যা বা জুলুমকে ধ্বংস করি এবং আমি এভাবেই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ভগবদ পুরানা, খণ্ড-৯, অধ্যায়-২৪, শ্লোক-৫৬

❑ ——————————————:

Bhagavad Purana, Khand-9, Adhyay-24, Shloka-56

সমাজে যখনই অন্যায় বা মিথ্যাচার সত্যকে ধর্ষিত করে তখনই আমি (অবতার) মানবরূপে অবতীর্ণ হই এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করি।

যদিও হিন্দু শাস্ত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বেদ এ অবতার সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ নেই, কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন অবতার সরাসরি ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের বার্তাবাহক।

ইসলাম ধর্মে বার্তাবাহক বা নবীর বর্ণনা
Messengers of God in Islam

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন

সুরা ফাতির, অধ্যায় ৩৫, আয়াত ২৪

Sura Fatir, Ch-35, V-24

.... there never was a People, without a warner having lived among them (in the Past).

... পৃথিবীতে এমন কোন গোত্র বা জাতি নেই যেখানে আমি বার্তাবাহক পাঠাই নি।

সুরা রা'দ, অধ্যায় ১৩, আয়াত ৭

Sura Ar-Rad, ch-13, v-7

... But you (Mohammad) are truly a warner, and to every People a guide.

.... সত্যই আপনি (মুহাম্মদ) একজন সতর্ককারী, এবং সব জাতির জন্য নির্দেশক স্বরূপ।

মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ এবং সর্বশেষ নবী এ কথা পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত আছে। যেমন

□ সুরা আযা'ব, আয়াত-৩৩, আয়াত ৪০

Sura Al-Ahzaab, Ch-33, V-40

Mohammad is not the father of any of your men, but (he is) the messenger of Allah, and the seal of the Prophets :...

মুহাম্মদ তোমাদের কাউর পিতা নন, তিনি আল্লাহ তায়ালার একজন প্রেরিত রাসুল (বার্তাবাহক), এবং নবীদের সীল :...

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু শেষ এবং সর্বশেষ নবী তাই তিনি শুধুমাত্র আরব বা মুসলমানদের জন্য প্রেরিত হননি বরং তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

□ সুরা আম্বিয়া, অধ্যায়-২১, আয়াত-১০৭

Sura Al-Ambiya, ch-21, V-107

We (Allah) sent you (Mohammad) not, but as a mercy for all creatures.

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য রহমতসরূপ

□ সুরা সা'বা, অধ্যায়-৩৪, আয়াত ২৮

Sura Sabaa, ch-34, V-28

We (Allah) have not sent you but as a (messenger) to all mankind, giving them glad tiding, and warning them (against sin), ..

আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য একজন বার্তাবাহক হিসেবে, মানুষকে সুংসংবাদ দিবেন এবং সতর্ক করবেন।...

মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন

সহী বোখারী, ভলিয়ম-১, নামাজের বই, অধ্যায়-৫৬, হাদিছ নং ৪২৯

● ————————————————————:

Sahih Bukhari; Vol-1, Book of salah, ch-56, Hadith No-429

অতীতের সকল নবীকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো শুধুমাত্র নিজ নিজ জাতি বা গোত্রের জন্য কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ নবী হিসেবে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

যেমন বাইবেলে আছে –

গসপেল অব মেথিও, অধ্যায়-১৫, আয়াত ২৪

▲ ————————————:

Gospel of Methew, ch-15, V-24

Jesu (pbuh) was sent only for Bani Israel অর্থাৎ ঈশা (আঃ) (যীশু) কে পাঠানো হয়েছিলো শুধুমাত্র বনি ইসরাঈলের জন্য।

ঈশ্বর বা আল্লাহ্ কি কখনও মানবরূপে আবির্ভূত হয়? Is Anthropomorphism Justifiable

হিন্দু ঋষীদের মতে ঈশ্বরকে এই পৃথিবীতে মানবরূপে অবতীর্ণ হতে হয় মানুষের ভেতরের দুঃখ যন্ত্রনা, হিংসা, ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি অনুধাবন করার জন্য, কারন ঈশ্বর পবিত্র তাই তিনি বাহির থেকে মানুষের দুঃখ কষ্ট, ভূল-ত্রুটি অনুধাবন করতে পারেন না।

এ ধরনের যুক্তির বিপরীতে বলা যায় যে, যে লোক টেলিভিশন বা ফ্রিজ উদ্ভাবন করেছে তাকে কি টিভি ফ্রিজের সমস্যা বুঝার জন্য নিজেকে টিভি বা ফ্রিজ হতে হয়েছে? অবশ্যই না। কারণ যে যে জিনিস তৈরী করে সে সেই জিনিস কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা দিয়ে দেয়।

অর্থাৎ যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে তিনি মানুষের ভেতরের এবং বাহিরের সব কিছুই জানেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ক্রোধ বুঝার জন্য তাকে মানুষের রূপ ধারণ করাটা কি সৃষ্টার সৃষ্টির ব্যর্থতা নয়? মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযেগের জন্য

তিনি মানুষের ভেতর থেকে তাঁর মনোনীত কিছু লোককে মাধ্যম (Media) হিসেবে ব্যবহার করেন যাদের বার্তাবাহক (Messenger) বলা হয় এবং তাদের উপর কিছু গ্রন্থ নাযিল করেন যেখানে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুহূর্তের দিক নির্দেশনা দেওয়া থাকে।

অথচ হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ ভেদ এ কোথাও উল্লেখ নেই যে ঈশ্বর মানবরূপে পৃথিবীতে কখনও পদার্পন করেছেন। বরং এখানে উল্লেখ আছে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং দিক নির্দেশনার জন্য কিছু বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন।

এমনকি খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের যারা যিশু [ঈশা (আঃ)] কে ঈশ্বর (God) বলে আখ্যায়িত করেন সেই যিশু [ঈশা (আঃ)] কিন্তু তাদের পবিত্র গ্রন্থের কোথাও বলেন নি যে 'তিনি ঈশ্বর তাই তাঁকে উপাসনা করতে হবে'। যেমন–

গসপেল অব জন, অধ্যায়-১৪, আয়াত ২৪

▲ ------------------------------------:

Gospel of John, ch-14, V-24

My Father (God) is greater than I

ঈশ্বর আমার চেয়ে বড়

গসপেল অব জন, অধ্যায়-১০, আয়াত ২৯

▲ ------------------------------------:

Gospel of John, Ch-10, V-29

My father (God) is greater than all

ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়

গসপেল অব মেথিও, অধ্যায়-১২, আয়াত ২৮

▲ ------------------------------------:

Gospel of Mathew ch-12, V-28

আমি শয়তানকে বিতারিত করি ঈশ্বরের সাহায্যে

গসপেল অব জন, অধ্যায়-৫, আয়াত-৩০

▲ ——————————————:

Gospel of John, ch-5, V-30

I can do myself nothing, as I hear I judge and my judgement is just.

আমি নিজে কিছুই করতে পারি না, যা (ঈশ্বরের কাছ থেকে) শুনি সেখান থেকে বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যয় বিচার।

মুহাম্মদ (সাঃ) হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে

Mohammad (Pbuh) Prophesied in Hindu Scriptures

ভবিষ্য পুরানা, পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায় ঃ ৩, শ্লোক ১০-২৭

❑ ——————————————:

Bhavishya Purana, Parva-3, Khand-3, Adhyah-3, Shloka 10-27

পিশাচাররা (অশুভ শক্তি) আরব ভুমিকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে পরাজিত শত্রুরা আরো শক্তিশালী হয়ে সংঘটিত হচ্ছে কিন্তু আমি মুহাম্মদ (সাঃ) নামে একজনকে পাঠাবো যিনি এইসব শত্রুদের পরাজিত করবে এবং মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবে ও রাজাভূজ আপসার ঐ পিশাচার ভূমিতে (আরবভূমি) যাওয়ার দরকার নেই। আমি আমার সদয়-দয়ায় আপনার অন্তরকে পবিত্র করবো। তখন একজন লোক রাজার সামনে হাজির হয়ে বললো ও রাজা– ঈশ্বর পরমতমা আমাকে পাঠিয়েছে। আরিয়াল ধর্ম পৃথিবীতে জয়লাভ করবে। সত্যের বিজয় হবে এবং সত্য ধর্ম এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমার অনুসারীদের নিম্নরূপ গুণাবলী থাকবে–

● মুসলমানী করবে (Circumcise) [লিংগের অগ্রভাগের চামড়া কর্তন]

● দাড়ি রাখবে

● মাথার পেছনে চুলের ঠিকলি বা লেজ থাকবে না (যা হিন্দুদের থাকে)

● নামাজের জন্য আযান দেবে

● হালাল জিনিস ভক্ষণ করবে কিন্তু শুকর খাবে না।

● এদের বলা হবে মুসলমান।

অর্থাৎ এখানে সুস্পষ্টভাবে যে ঋষীর কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং যে জাতির কথা বলা হয়েছে তারা হলো মুসলমান।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে নিম্নের গ্রন্থগুলোতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে–

❑ ভবিষ্য পুরানা, পর্ব-৩, খণ্ড-৩ অধ্যায়-৩, শ্লোক ৫-৮
―――――――――――――――:
Bavisha Purana, Parva-3, Khand-3 Adhyay-3, Shloka-5-8

❑ ভবিষ্য পুরানা, পর্ব ৩, খণ্ড-১, অধ্যায়-৩, শ্লোক ২১-২৩
―――――――――――――――:
Bhavisha Parana, Parva-3, Khand-1, Adhyay-3, Shloka- 21-23

❑ আথারভাভেদ, বই-২০, হিম-১২৭, শ্লোক ১-১৪
―――――――――――――――:
Atharvaveda, Bk-20, Hymn-127, Shloka-1-14

● মন্ত্র নং ১ এ বলা হয়েছে তিনি নরশংসা (Narashangsa)

সংস্কৃত– নর অর্থ = পুরুষ এবং

শংস অর্থ = প্রশংসনীয় (Praiseworthy)

⇒ আরবীতে মুহাম্মদ শব্দের অর্থ = প্রশংসনীয় (Praiseworthy)

প্রথম মন্ত্রে আরো বলা হয়েছে–

– তিনি ৬০০৯০ জন শত্রুকে পরাজিত করবেন

⟹ মক্কাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরোধীদের সংখ্যা প্রায় ৬০০০০ ছিলো যারা উনার কাছে পরাস্ত হয়েছিলো।

● মন্ত্র নং ২ এ বলা হয়েছে- তিনি কাউরামা (kaurama)

কাউরামা অর্থ = শান্তির যুবরাজ

আরেক অর্থ = অভিবাসী (immigrant)

⟹ মুহাম্মদ (সাঃ) কে শান্তির দূত বলা হয়, এবং তিনি মক্কা থেকে মদিনায় অভিবাসী হিসেবে বসবাস করতেন

মন্ত্র নং ২ এ আরো বলা হয়েছে–

তিনি হবেন উটারোহী ঋষী (Camel Riding Rishi)

কোন ভারতীয় ঋষী বা ব্রাহ্মন কখনও উটে চড়েনি। কারণ হিন্দু ঋষী বা ব্রাহ্মনদের উটে চড়া নিষেধ।

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-১১, আয়াত ২০২

❑ ――――――――――――――――:

Manusmriti, ch-11, v-202

ব্রাহ্মানদের গাধা বা উটে চড়া নিষেধ। অর্থাৎ তিনি অবশ্যই ভারতীয় নন।

⟹ মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময় উটে চড়তেন।

● মন্ত্র নং ৩ এ বলা হয়েছে তিনি মামাঋষী (Mama Rishi)

মামা অর্থ = মহান

⟹ মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মহান

● মন্ত্র নং ৪ এ বলা হয়েছে–

–তিনি রেব (Rebh)

রেব অর্থ = যে প্রশংসা করে

⟹ মুহাম্মদ (সাঃ) এর অপর নাম আহম্মদ ।

আরবী আহম্মদ অর্থ = যে প্রশংসা করে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপরের সবগুলো মন্ত্রে যে ঋষীর কথা বলা হয়েছে তা সরাসরি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নির্দেশ করে।

আথারভাভেদ, বই-২০, হিম-২১, আয়াত-৬

❑ --:

Atharvaveda, Bk-20, Hymn-21, V-6

আখারু দশ হাজার শত্রুকে পরাজিত করবেন। এখানে আ'যাব যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে যা খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত সংস্কৃত খারু অর্থ = যে প্রশংসা করে।

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) এর অপর নাম আহম্মদ যার বাংলা অর্থ = যে প্রশংসা করে। আল্লাহ তায়াল পবিত্র কোরানে বলেন–

❑ সুরা আ'যাব, অধ্যায়-৩৩, আয়াত ২২

Sura Al-Ahzab, ch-33, V-22

When the believers saw the confederate forces, they said : "This is what Allah and His messenger had Promised us, and Allah and His messanger told us what was true"...

ঈমানদারগণ যখন দেখলো (তাদের পক্ষে) সুসংঘটিত বাহিনী, তারা বললো : "এটা সেই শক্তি যাহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল আমাদের সংগে ওয়াদা করেছিলো, এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যাহা বলেছিলো তাহা সত্য ...

এখানে খন্দকের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এবং এই যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রায় ১০ হাজার শত্রুকে পরাজিত করেছিলেন।

আথারভাভেদ, বই-২০, হিম-২১, আয়াত-৭

❑ --:

Atharvaveda, Bk-20, Hymn-21, V-7

আবান্দু (Abhandu) ২০ জন নেতা এবং ৬০০৯০ জন শত্রুকে পরাজিত করবে।

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন সেখানে প্রায় ৬০,০০০ জন শত্রু ছিলো এবং এদের মধ্যে ২০ জন নেতা ছিলো।

সংস্কৃত আবান্দু অর্থ = যে প্রশংসা করে

অন্য অর্থে = এতিম

⇒ আহম্মদ অর্থ = যে প্রশংসা করে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এতিম

রিগভেদ, বই-১, হিম-৫৩, আয়াত-৭

❑ ——————————————————:

Rigveda, Bk-1, Hymn-53, V-7

এখানে মুহাম্মদ (সাঃ) কে সুশরামা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সংস্কৃতি সুশরামা অর্থ = যে প্রশংসা করে।

আহম্মদ অর্থ = যে প্রশংসা করে।

সামভেদে মুহাম্মদ (সাঃ) কে একবারে নাম ধরে (আহম্মদ) উল্লেখ করা হয়েছে।

সামভেদ উত্থারচিক, মন্ত্র নং-১৫০০

❑ ——————————————————:

Samaveda Uttarchika, Mantra-1500

আহম্মদ কে "চিরন্তন আইন" দেওয়া হয়েছে।

এখানে 'চিরন্তন আইন' বলতে পবিত্র কোরান এবং সহী হাদিছকে বুঝানো হয়েছে।

যদিও অনুবাদের গোলমালে আহম্মদকে আহামাতি হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। আহম্মদ হচ্ছে আরবী শব্দ তাই এটির সঠিক উচ্চারণ না করায় কেউ কেউ এটিকে আহামাতি হিসেবে উচ্চারণ করে।

সংস্কৃত আহ এবং মাতি অর্থ = আমার পিতা

অর্থাৎ আমার পিতাকে চিরন্তন আইন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ হচ্ছে– আহম্মদ

মুহাম্মদ (সাঃ) কে সরাসরি আহম্মদ নামে নিম্নের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে।

সামভেদ ইন্দ্রা অধ্যায়-২, মন্ত্র-১৫২

❑ ————————————————:

Samaveda Indra, ch-2, Mantra-152

ইয়াযোরভেদ, অধ্যায়-৩১, আয়াত-১৮

❑ ————————————————

Yajurveda, ch-31, V-18

রিগভেদ, বই-৮, হিম-৬, আয়াত-১০

❑ ————————————————

Rigbeda, Bk-8, Hymn-6, V-10

আথারভাভেদ, বই-৮, হিম-৫, আয়াত-১৬ এবং বই-২০, হিম-১২৬, আয়াত-১৪

❑ ————————————————————————————:

Atharvaveda, Bk-8, Hymn-5, V-16 and Bk-20, Hymn-126, V-14

মুহাম্মদ (সাঃ) কে 'নরশাংসা' নামে অনেক জায়গায় বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে।

[নরশাংসা = প্রশংসনীয়
মুহাম্মদ = প্রশংসনীয়]

রিগভেদ, বই-১, হিম-১৩, আয়াত-৩, হিম-১৮, আয়াত-৯, হিম-১৪২, আয়াত-৩

❑ ————————————————————————————:

Rigveda, Bk-1, Hymn-13, V-3, Hymn-18, V-9, Hymn-142, v-3

রিগভেদ, বই-২, হিম-৩, আয়াত-২ এবং বই-৫, হিম-৫, আয়াত-২

❑ ————————————————————————————:

Rigveda, Bk-2, Hymn-3, V-2 and Bk-5, Hymn-5, V-2

রিগভেদ, বই-৭, হিম-২, আয়াত-২

❑ ————————————————:

Rigveda, Bk-7, Hymn-2, V-2

রিগভেদ, বই-১০, হিম-৬৪, আয়াত-৩, হিম-১৮২, আয়াত-২

❑ ————————————————:

Rigveda, Bk-10, Hymn-64, V-3, Hymn-182, v-2

ইয়যোর ভেদ, অধ্যায়=২১, আয়াত-৩১ এবং আয়াত ৫৫

❑ ————————————————:

Yajurveda, ch-21, v-31 and V-55

ইয়াযোরভেদ, অধ্যায়-২০, আয়াত-৩৭ এবং ৫৭

❑ ————————————————:

Yajurveda, ch-20, v-37 and V-57

ইয়াযোর ভেদ, অধ্যায়-২৮, আয়াত-২

❑ ————————————————:

Yajurveda, ch-28,V-2

মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে 'কালকি অবতারে (Kalki Avtar)' সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

ভগবত পুরানা, খণ্ড-১২, অধ্যায়-২, শ্লোক, ১৮-২০

❑ ————————————————:

Bhagavata Purana, Khand-12, Adhyay-2, Shloka-18-20

তিনি বিষ্ণুইয়াশ (Vishnuyash) এর বাড়ীতে জন্ম নিবেন এবং তার বাবা থাকবে শামবাল গ্রামের সর্দার এবং তাকে 'কালকি' নামে ডাকা হবে।

সংস্কৃত বিষ্ণুইয়াশ অর্থ = যে বিষ্ণুকে ((ঈশ্বরকে) পূজা করে

⇒ আরবী আব্দুল্লাহ শব্দের অর্থ ঃ যে আল্লাহকে পূজা করে

সংস্কৃত শামবাল অর্থ =শান্তি এবং নির্জন

⇒ আরবী মক্কা শব্দের অর্থ = শান্তি এবং নির্জন

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে (কোরাইশ বংশে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার বাবা আবদুল্লাহ ছিলেন গোত্রের প্রধান।

মন্ত্রনং-৯৯২০ (৯২) এ বলা হয়েছে-

তিনি হবেন বিশ্বের সম্রাট এবং তাকে উত্তম চরিত্র ও অগাধ জ্ঞান দেওয়া হবে। তাকে বিশেষ করে আটটি গুনে গুনান্বিত করা হবে।

১. বুদ্ধিমত্তা (wisdom)

২. স্বনিয়ন্ত্রিত (Self-control)

৩. উচ্চ বংশ (Respectable Lineage)

৪. উদ্ভাসিত জ্ঞান (Revealed knowledge)

৫. সাহস (Valour)

৬. দানশীলতা (Charity)

৭. মহত্ব (Greatfulness)

৮. মিতভাষী (Measured speech)

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) এই সব গুলো গুনে গুনান্বিত ছিলেন।

এখানে আরো বলা হয়েছে যে তাকে ফেরেস্তারা (Angels) সাহায্য করবে। ফেরেস্তাদের কর্তৃক তাকে ঘোড়াতে আরোহন করিয়ে এক হাতে তলোয়ার দেওয়া হবে এবং তিনি শত্রুদের পরাস্ত করবেন। ভগবদ পুরানাতে অনেক জায়গায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে একই ভাবে উল্লেখ আছে। যেমন-

ভগবদ পুরানা, খণ্ড-১, অধ্যায়-৩, শ্লোক-২৫

❑ ———————————————————————:

Bhagavad Purana, Khand-1, Adhyah-3, Shloka-25

কালকি পুরানা, অধ্যায়-২, আয়াত-৪

❑ ——————————————:

Kalki Purana, ch-2, V-4

কালকি পুরানা, অধ্যায়-২, আয়াত-৫

❑ ——————————————:

Kalki-Purana, ch-2, V-5

এখানে বলা হয়েছে যে ধর্ম প্রচারের জন্য তাকে চারজন সহযোগী সাহায্য করবে।

⇒ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সাঃ) কে যে চারজন সার্বক্ষণিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন তারা হলেন চারজন খলিফা–

– হযরত আবু বক্কর (রাঃ)

– হযরত উমর (রাঃ)

– হযরত ওসমান (রাঃ) এবং

– হযরত আলী (রাঃ)

কালকি পুরানা, অধ্যায়-২, আয়াত-৭

❑ ————————————————:

Kalki Purana, ch-2, V-7

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ফেরেস্তাদের দ্বারা সাহায্যকৃত হবেন।

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সরাসরি ফেরেস্তাদের সাহায্য পেতেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

❑ **সুরা আল ইমরান, অধ্যায়-৩, আয়াত-১২৩-১২৫**

Sura Al-Imran, ch-3, V, 123-125

V-123

Allah had helped you at Badr, When you were helpless :...

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, আপনি যখন অসহায় ছিলেন :...

V-124

... "Is it not enough for you that Allah should help you with three thousand angels (specially) sent down"?

..."এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিশেষ তিন হাজার ফেরেস্তা দ্বারা সাহায্য করবেন"?

V-125

... Your Lord would help you wth five thousand angels clearly marked.

... আপনার প্রভু আপনাকে সুনির্দিষ্ট পাঁচ হাজার ফেরেস্তাদের দ্বারা সাহায্য করবে।

সুরা আনফাল, অধ্যায়-৮, আয়াত-৯

Sura Anfal, ch-8, V-9

... Allah answered you, "I will assist you with a thousand of the angels, ranks on ranks."

... আল্লাহ তায়ালা আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেছিলো, "আমি আপনাকে এক হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করবো।

কালকি পুরানা, অধ্যায়-২, আয়াত-১১

---:

Kalki purana, ch-2, v-11

তিনি বিষ্ণুইয়াশের (Bishnuyash) বাড়ীতে সুমাতির গর্ভে জন্ম গ্রহণকরবেন।

সংস্কৃত সুমাতি অর্থ ঃ শান্তি (Peace)

আরবী আমিনা অর্থ ঃ শান্তি

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) এর মায়ের নাম আমিনা

কালকি পুরানা, অধ্যায়-২, আয়াত-১৫

---:

Kalki Purana, ch-2, v-15

তিনি মাধব (Madhav) এর ১২ তারিখ জন্ম নিবেন।

মাধব এর ১২ তারিখ আর আরবী রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ একই দিন যে দিন মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখানে আরো বলা হয়েছে যে–

তিনি (কালকি অবতার) হবেন সর্বশেষ বার্তাবাহক

(He will be the Anthim Rishi or final Avtar)

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন–

❑ সুরা আ'যাব, অধ্যায়-৩৩, আয়াত-৪০

Sura Al-Ahzab, ch-33, v-40

... Mohammad is the seal of the Prophets :...

... মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছে নবীদের সীল ঃ ...

অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না

❑ কালকি পুরানার এই অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে–

তিনি (এই ঋষী) পাহাড়ে ঈশ্বর থেকে জ্ঞান লাভ করবেন এবং তখন তিনি উত্তরের দিকে যাবেন এবং পরবর্তীতে ফিরে আসবেন

[He will receive knowledge on the mountain from Lord and then go towards North and come back]

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কাতে হেরা নামক পাহাড়ে আল্লাহ থেকে জ্ঞান লাভ করেন তথা নবুওতি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে মদিনাতে যান। মক্কা থেকে মদিনার অবস্থান উত্তর দিকে। পরবর্তীতে তিনি আবার মক্কাতে ফিরলেন বিজয়ের বেশে।

কালকি পুরানাতে আরো বলা হয়েছে যে,

–এই ঋষী উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে

মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন–

❑ সুরা কালাম, অধ্যায়-৬৮, আয়াত-৪

Sura Al-Qalam, ch-68, v-4

And surely you (Mohammad) have sublime morals.
সত্যি আপনি (মুহাম্মদ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

❑ এখানে আরো বলা হয়েছে–

তিনি (কালকি অবতার) হবেন বিশ্বের শিক্ষক বা ওস্তাদ।

(He will be the teacher of the world)

⇒ এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন

❑ <u>সুরা সাঁবা, অধ্যায়- ৩৪, আয়াত-২৮</u>

Sura Saba, ch-34, v-28

We (Allah) have not sent you (Mohammad) but as a (messenger) to all mankind...

আপনাকে সারা দুনিয়ার জন্য বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছি।

❑ পরবর্তীতে বলা হয়েছে–

এই কালকি অবতারকে ঈশ্বর কর্তৃক একটি ঘোড়া প্রদান করা হবে

(Kalki Avtar will be given a steed by the God)

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহপাক বোরাক (ঘোড়ার মতো) প্রদান করেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি মেরাজ (আল্লাহর সান্নিধ্যে অর্জনের জন্য উপরের আকাশে গমন করেছিলেন) গিয়েছিলেন।

❑ তার পর বলা হয়েছে–

কালকি অবতার অশ্বি (তলোয়ার) হাতে ঘোড়া চড়বে

(He wil ride a Horse and carry a sword)

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) বেশীর ভাগ যুদ্ধে ঘোড়া নিয়ে অংশগ্রহণ করতেণ এবং ডান হাতে তলোয়ার রাখতেন।

❑ এরপর বলা হয়েছে–

এই ঋষী শত্রুদের পরাজিত করবে এবং মানুষদেরকে সত্য এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবে।

(He will defeat the enemies and guide the People to the right Path)

⇒ মুহাম্মদ (সাঃ) শত্রুদের পরাজিত করে আরবের বর্বর অশিক্ষিত মানুষদেরকে (আয়ামে জাহয়েলিয়াত বা অন্ধকার যুগ) সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেছিলেন।

উপরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই "কালকি অবতার" হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

হিন্দু শাস্ত্রে "মৃত্যুর পর পুনরোত্থান"

"Resurrection or Life after death" in Hinduism
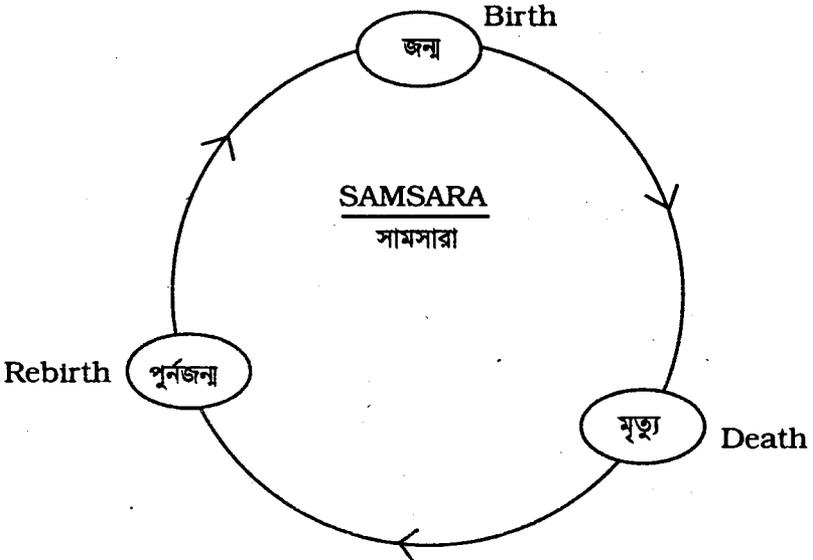
- Theory of reincarnation (মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোন মানুষ বা প্রাণীর মাধ্যমে আবার পৃথিবীতে পদার্পন)

  Or

  Transmigration of the Soul

*** জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র**

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-২, আয়াত-২২

❑ ——————————————:

Bhagavad Gita, Ch-2, V-22

এখানে বলা হয়েছে যে মানুষ যেমন একটি জামা বা কাপড় পুরাতন হলে সেটাকে ফেলে দিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে, তেমনি আত্মাও পুরাতন দেহ থেকে নতুন দেহে প্রত্যাবর্তন করে।

ব্রাহাদারানকা উপানিশাদ, খণ্ড-৪, অধ্যায়-৪, আয়াত-৩

❑ ——————————————————————:

Brhadaryanaka Upanishad, Part-4, Ch-4, V-3

- কর্ম অনুসারে (Believing the action of karma) শুধুমাত্র শরীরের কাজকেই বুঝায় না, এখানে আত্মার কাজও অন্তর্ভুক্ত। এই দর্শনের মূলমন্ত্র হচ্ছে "যেমন কর্ম তেমন ফল"। অর্থাৎ যে যেমন কর্ম করবে সেই অনুপাতে সে ফল ভোগ করবে।

- ধর্ম অনুসারে (Believing the action of Deed) সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভালো কাজ করাকেই বুঝায়।

- মকশা (Moksha) অনুসারে কেউ যখন এই পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেয় এর অর্থ হচ্ছে এই আত্মাটি অতীতে খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলো অর্থাৎ ঈশ্বর এখানেও কোন অবিচার করেনি।

→ অথচ হিন্দু শাস্ত্রের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ 'ভেদ' এ "জন্ম এবং পুর্নজন্ম" চক্রের (সামসারা) কোথাও উল্লেখ নেই

ভেদ এ যা উল্লেখ আছে তা হচ্ছে "পুর্নজনম"। সংস্কৃত পুর্নজনম অর্থ = পরবর্তী জীবন (Next life) অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবনকে (Life after death) বুঝানো হয়েছে যাকে পুনরোত্থান (Resurrection) বলা হয়।

রিগভেদ, বই-১০, হিম-১৬, আয়াত ৪-৫

❑ ——————————————————:

Rigveda, Bk-10, Hymn-16, V-4-5

এখানে মৃত্যের পর পরবর্তী জীবন (next life) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ভেদ এ "সুয়ার্গা (Swarga)" সম্পর্কে উল্লেখ আছে। 'সুয়ার্গা' অর্থ স্বর্গ (Paradise)। এখানে স্বর্গের অনেক বর্ণনা আছে যেমন এর নীচ দিয়ে দুধের এবং মধুর নহর প্রবাহিত, এতে অনেক সুস্বাদু ফল এবং সুগন্ধি ফুল আছে ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে বেহেস্ত (Paradise) সমন্ধে যা বর্ণনা আছে তা মোটামোটি একই। এ সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। যেমন

আথারভাভেদ, বই-২, হিম-৩৪, আয়াত-৫, বই-৪, হিম-৩৪, আয়াত-৬

❑ ——————————————————:

Atharvaveda, Bk-2, Hymn-34, V-5, Bk-4, Hymn-34, V-6

আথারভাভেদ, বই-৬, হিম-১২২, আয়াত-৩

❑ —————————————————— এবং

Atharvaveda, Bk-6, Hymn-122, V-3

রিগভেদ, বই-১০, হিম-৯৫, আয়াত-১৮

❑ ——————————————————:

Rigveda, Bk-10, Hymn-95, V-18

রিগভেদে "নরক (Hell)" সম্পর্কেও অনেকবার উল্লেখ আছে। যেখানে পাপের শাস্তি স্বরূপ আগুনের লেলিহান শিকার (Blazing fire) কথা বলা হয়েছে। যেমন–

রিগভেদ, বই-৪, হিম-৫, অয়াত-৪

❑ ————————————————:

Rigveda, Bk-4, Hymn-5, V-4

ইসলামে "মৃত্যুর পর পুনরোত্থান"
"Resurrection or Life after death" in Islam

❑ সুরা বাকারা, Ch-2, আয়াত-২৮

Sura Al-Baqaarah, ch-2, V-28

How can you reject the faith in Allah? Seeing that you were without life, and He (Allah) gave you life; Then will He (Allah) cause you to die, and will again bring you to life; and again to Him will you return.

– তুমি কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো? জানো যে একসময় তুমি নির্জীব ছিলে, এবং আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছে; তিনি আবার তোমাকে মৃত্যু দিবে, এবং আবার জীবন দিবে; এবং তুমি পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

❑ সূরা মূলক, অধ্যায়-৬৭, আয়াত-২

Sura Al-Mulk, ch-67, V-2

He (Allah) who created death and life, that He may try which of you is best in deed :

তিনি আল্লাহ যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য

☐ **সুরা কাফ, অধ্যায়-৫০ আয়াত-৪৩**

Sura Qaf, ch-50, V-43

Verily it is We (Allah) who give life and death; And to Us is the final return.

– সত্যি আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র জীবন এবং মৃত্যু দেয়; এবং তাঁর কাছেই সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন।

ইসলাম ধর্ম অনুসারে এই পৃথিবীতে মানুষ একবারই আসে এবং ইহকাল (This life) হচ্ছে পরকালের (Hereafter) জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। বিচারদিবসে চূড়ান্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যে যেমন কর্ম করবে মৃত্যুর পর বিচার দিবসে সে সেই রকম ফল পাবে (As you sow so you reap)। এই পৃথিবীতে ভালো কাজ করলে পরকালে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত বা স্বর্গ (Paradise/Garden) পাওয়া যাবে। আর এই পৃথিবীতে খারাপ কাজ করলে পরকালে জাহান্নাম বা নরকে (Hell) যেতে হবে।

স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনা পবিত্র কোরান শরীফে এবং ভেদ এ মোটামোটি একই।

⇒ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে "মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবন" সম্পর্কে এবং এই পৃথিবীর কর্ম ফল পরকালে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে ইত্যাদি সম্পর্কে পবিত্র কোরানের সংগে হিন্দুদের পবিত্রগ্রন্থ ভেদ এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। যদিও অনেক হিন্দু পণ্ডিত "সামসারা" কে সমর্থন করেন।

 # বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ঘরে (ধনী, গরীব) বিভিন্ন অবস্থায় (সাদা, কালো, বিকলাঙ্গ, লম্বা, খাটো, মোটা, চিকন ইত্যাদি) জন্মগ্রহণ করে

এ সম্পর্কে পবিত্র কেরানের ব্যাখ্যা–

Lagical concepts for differences in different individuals

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন–

□ <u>সুরা আনকাবুট, অধ্যায়-২৯, আয়াত-২</u>

Sura Al-Ankaboot, Ch-29, V-2

Do men think that they will be left alone on saying, "We believe" and that they will not be tested?

– মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি" শুধু একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না?

□ <u>সুরা বাকারা, অধ্যায়-২, আয়াত-১৫৫</u>

Sura Al-Baqaarah, ch-2, V-155

But sure we (Allah) Shall test you with something of fear and hunger, some <u>loss</u> in goods, <u>lives</u> and the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who Patiently Persevere.

নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে (বিভিন্ন ভাবে) পরীক্ষা করবো (যেমন) ভয় দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে, পার্থিব সম্পদের, জানমালের এবং ফসলাদি নিঃশেষের মাধ্যমে, কিন্তু সুসংবাদ তাদের জন্য যারা ধৈর্য্য সহকারে সবুর করে।

□ <u>সুরা আনফাল, অধ্যায়-৮, আয়াত-২৮</u>

Sura Al-Anfal, Ch-8, V-28

And Know you that your <u>Possessions and your progeny</u> are but a <u>trial</u> :...

তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি (বংশধর) তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ ঃ ....

ইসলাম ধর্ম অনুসারে এই পৃথিবী পরকালের জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যে যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থানের মাত্রা (degree of Position) অনুসারে পরকালে আল্লাহ তায়ালা বিচার করবেন।

[Judgement will be on the basis of the facilities Provided]

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত (charity)। অর্থাৎ প্রতিটি ধনী ব্যক্তির জন্য এটা অবশ্যকরণীয় যে সে বছরের শেষে মোট আয়ের আড়াই ভাগ গরীব লোকদেরকে মুক্ত হস্তে দান করবে। যার ঘরে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তুলা রৌপ্য আছে এর আড়াইভাগ পরিমান নিজস্ব মুদ্রায় হিসেব করে গরীব লোকদেরকে দান করে দিতে হবে এবং এটা যত বছর তার ঘরে থাকবে ঠিক ততবারই দান করতে হবে। কেউ যদি এর ব্যতিক্রম করে অর্থাৎ এই পরিমান টাকা দান না করে তাহলে তার পুরো সম্পদ অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে।

এইজন্য মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন যে, "ধনী লোকদের জন্য জান্নাতে যাওয়া খুবই কষ্টকর হবে"। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিরা সম্পদের হিসেব দিতে দিতে নাযেহাল অবস্থার সম্মুখীন হবে, অপরদিকে গরীব লোকদের সম্পদের কোন হিসেব দিতে হবে না।

কেউ কেউ এই পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ বা কঠিন রোগ ব্যাধী নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এমন দেখা যায় যে বাবা মা খুবই ভালো মানুষ, ধার্মিক, সৎ অথচ তাদের ঘরে এক বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হলো। হতে পারে এই সন্তান বাবামার জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বাবা মা পরকালে আল্লাহর নিকট থেকে আরো বড় ধরনের পুরস্কারে ভূষিত হবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে মদ্য পান, জুয়াখেলা, ভবিষ্যত বাণী বলা, ঘুষ, শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ–

Intoxicating, Gambling, Forture telling, Bribing, Eating Pork (Swine) Prohibited in Hinduism.

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-৯, আয়াত-২৩৫

❑ ——————————————:

Manusmriti, ch-9,V-235

মদ্য পায়ী (যে মদ পান করে), চুর, যে গুরুর ভালো মন্দের ভবিষ্যত বলে তারা সবাই মহাপাপী

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-৯, আয়াত-২৩৮

❑ ....:

Manusmriti, ch-9, V-238

কেউ ঐসব পাপীদের সংগে উঠাবসা করা উচিত নয়, সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করা উচিত নয়, ওদের সংগে বিবাহসাদী দেওয়া বা করা উচিত নয় তদুপরি ঐসব লোকদের সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত করা উচিত।

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-১১, আয়াত-৫৫

❑ ....:

Manusmriti, ch-11, v-55

যে মদ পান করে এমনকি তার সহযোগী, যে চুরি করে, যে গুরুর ভালো মন্দের ভবিষ্যত বাণী করে ওরা সবাই মহাপাপী।

তাছাড়া অন্য যে সব গ্রন্থে মদ পান করা নিষিদ্ধ তা নিম্নরূপ-

রিগভেদ, বই-৮, হিম-২ আয়াত-১২, হিম-২১, আয়াত-১৪

❑ ....:

Rigveda, Bk-8, Hymn-2, V-12, Hymn-21, V-14

মনোস্মৃতি অধ্যায়-৭, আয়াত-৪৭ অধ্যায়-৯, আয়াত, ২২১-২২৮, অধ্যায়-৯, আয়াত-২৫৮

❑ ....:

Manusmriti, Ch-7, V-47, Ch-9 V-221-228, Ch-9, V-258

বিষ্ণু সুত্রা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৪৯

❑ ....:

Vishnusutra, ch-5, V-49

Contents

এখানে বলা হয়েছে–

কেউ যদি শুকর বিক্রি করে তাহলে তার বিপরীত হাত পা পেছনে বেঁধে কেটে টুকরো টুকরো করতে হবে।

জুয়াখেলা নিষিদ্ধ

রিগভেদ, বই-১০, হিম-৩৪, আয়াত-৩

❑ --:

Rigveda, Bk-10, Hymn-34, V-3

জুয়াখোর তার স্ত্রী থেকে বিচ্যুত, মা তাকে ঘৃণা করে, কেউ তার সাথে থাকতে স্বস্তি বোধ করে না।

পরবর্তীতে বলা হচ্ছে

V-13 (আয়াত-১৩)

চক্কা (dice) নিয়ে খেলা কারোনা, বরং জমি আবাদ করো তাতে যা আয় হবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-৭, আয়াত-৫০

❑ --:

Manusmriti, ch-7, V-50

মদ্যপান করা, শিকার করা এগুলো মহাপাপ।

ভবিষ্যত বাণী, ঘুষ নিষিদ্ধ

মনোস্মৃতি, অধ্যায়-৯, আয়াত-২৫৮, ২৬২

❑ --:

Manusmriti, ch-9, V-258, v-262

যে ভবিষ্যত বাণী বলে টাকা উপার্জন করে ঐ দেশের রাজার উচিত তাকে চরম ভাবে দণ্ডিত করে শাস্তি দেওয়া।

যে ঘুষ খায় সে প্রতারক, দোষী, রাজার উচিত তাকে চরমভাবে দণ্ডিত করে শাস্তি দেওয়া।

ইসলামে মদ্যপান, জুয়াখেলা, ভবিষ্যতবাণী বলা, ঘুষ, শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ ঃ

Intoxicating, Gambling, Fortune telling, Bribing,Eating Pig (Swine) Prohibited :

☐ সুরা মাইদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৯০

Sura Al-Maidah, ch-5, V-90

O You who believe! Intoxicants and Gambling, sacrificing to stones, and (divination by) arrows, are an abomination,- of Satan's handiwork : Eschew such (abomination), that you may Prosper.

হে ইমানদারগণ! মদ্যপান, জুয়াখেলা, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়ের তীর, ঘৃণ্যজনক কাজ এবং শয়তানের কাজ : এসব থেকে বিরত থাকো যাতে করে সফলকাম হতে পারো।

শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ এটা পবিত্র কোরানের চার জায়গায় উল্লেখ অছে

☐ সুরা বাকারা, অধ্যায়-২, আয়াত-১৭৩

Surah Al-Baqarah, ch-2, V-173

He (Allah) has forbidden you dead meat, and blood, and the flesh of swine (pig) ...

আল্লাহ মৃত পশুপাখির মাংস, রক্ত এবং শুকর খাওয়া নিষেধ করেছে ...

❑ <u>সুরা মাইদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৩</u>

Sura Al-Maidah, Ch-5, V-3

Forbidden to you (for food) are : dead meat, blood, <u>the flesh of swine</u> (Pig) ...

মৃত পশুপাখির মাংস, রক্ত, <u>শুকর খাওয়া</u> নিষেধ..

❑ <u>সুরা আ'নাম, অধ্যায়-৬, আয়াত-১৪৫</u>

Surah Al-Anaam, ch-6, V-145

... any (meat) forbidden to be eaten by one Who wishes to eat it, unless it be dead meat, or blood Poured fourth, or <u>the flesh of swine</u> (pig) ...

....মৃত পশুপাখীর মাংস, রক্ত, <u>শুকরের মাংস</u> খাওয়া নিষেধ.

❑ <u>সুরা নেহেল, অধ্যায়-১৬, আয়াত-১১৫</u>

Sura Al-Nahl, ch-16, V-115

He (Allah) has forbidden you dead meat, and blood, and the <u>flesh of swine</u> (Pig) ...

আল্লাহ মৃত পশুপাখীর মাংস, রক্ত, এবং <u>শুকরের মাংস</u> খাওয়া নিষেধ করেছে ...

হিন্দুশাস্ত্রে মহিলাদের পর্দাপ্রথা
Modesty of the women in Hinduism

রিগভেদ, বই-৮, হিম-৩৩, আয়াত-১৯

❑ ————————————————:

Rigveda, Bk-8, Hymn-33, v-19

ব্রাহাম্মা (ঈশ্বর) তোমাকে (মহিলা) বধির বানিয়েছে তাই দৃষ্টি নীচে নিক্ষেপ করো, উপরে তাকাবে না এবং পা দুটো একত্রে রাখো এবং শরীর উন্মুক্ত করোনা।

(অর্থাৎ মহিলারা হিযাব (Veil) পরিধান করবে, তাদের দৃষ্টি নীচে নিক্ষেপ করবে এবং পুরুষের দিকে তাকাবে না)

রিগভেদ, বই-১০, হিম-৮৫, আয়াত-৩০

❑ ————————————————:

Rigveda, Bk-10, Hymn-85, v-30

স্বামী যখন তার স্ত্রীর কাপড় দ্বারা নিজেকে পরিপাটি করে এটা শয়তানী কর্মকাণ্ড।

(অর্থাৎ বিপরীত লিংগের কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ)

মহাবীর চারীরা এক্ট-২, পৃষ্ঠা-৭১

❑ ————————————————:

Mohavir charira Act-2, Page-71

শ্রীরাম-যখন পুরুষরামকে দেখলো তখন সিতাকে ডেকে বললো, "সে (পুরুষ রাম) আমাদের বড় ভাই তুমি (সিতা) পর্দা করো এবং দৃষ্টি নীচে নিক্ষেপ করো।

এমনকি ভারতীয় পুরাতন মুদ্রায় যেমন গুপ্তযুগে মুদ্রায় মহিলাকে পর্দা পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। এখনও অনেক হিন্দু–পরিবার আছে যেখানে মহিলারা পর্দা করে।

ইসলামে মহিলাদের পর্দা প্রথা
Modesty of the Women in Islam

❑ <u>সুরা নুর, অধ্যায়-২৪, আয়াত-৩১</u>

Sura Al-Noor, ch-24, V-31

Say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they shouldn't

display their beauty and ornaments except What (ordinarily) appear there of;...

ঈমানদার মহিলাদেরকে বলেন যে তারা যেন দৃষ্টি নীচে রাখে এবং শালীনতা বজায় রাখে; তারা যেন তাদের সৌন্দর্য্য এবং অলংকার (নির্দিষ্ট ব্যক্তিগন ব্যতিরেকে) অন্যদের সামনে প্রদর্শন না করে...

ইসলামে শুধু মেয়েদেরকেই শালীনতা বজায় রাখতে বলা হয় নাই বরং পুরুষদেরকেও বলা হয়েছে। যেমন–

❐ সুরা নুর, অধ্যায়-২৪, আয়াত-৩০

Sura Al-Noor, ch-24, V-30

Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty...

ঈমানদার পুরুষদেরকে বলেন যে তারা যেন দৃষ্টি নীচে রাখে এবং শালীনতা বজায় রাখে ...

● হিযাব বা পর্দার ৬টি বৈশিষ্ট্য
Six criteria of Hijab

১. – পুরুষের জন্য নাভীর নীচ থেকে হাঠুর নীচ পর্যন্ত কিন্তু গিঠের (Ankle) উপরে।

– মহিলাদের জন্য পুরো শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে তবে মুখমণ্ডল এবং দুহাতের কব্জিগুলো খোলা থাকতে পারে।

২. কাপড় এটেসেটে পরিধান করা ঠিক না যেহেতু এতে করে শরীরের বিভিন্ন অংগ ভেতর থেকে দৃশ্যমান হয়।

৩. কাপড় এতো বেশী পাতলা বা স্বচ্ছ হওয়া ঠিক না যেহেতু এতে করে বাহির থেকে ভেতরের বিভিন্ন অংগ দৃশ্যমান হয়।

৪. কাপড় এতো বেশী চাকচিক্য হবে না যাতে করে বিপরীত লিংগের মানুষ আকৃষ্ট হয়।

৫. এমন কাপড় পরিধান করা ঠিক না যাতে করে বে-ঈমানদারদেরকে (non-believers) অনুসরণ করা হয়।

৬. পুরুষ এবং মহিলাদের কাপড় একই রকম হওয়া ঠিক না।

হিন্দুশাস্ত্রে এবং ইসলামে বহু বিবাহ
Polygamy in Hinduism and Islam

● রামায়ন পড়লে দেখা যায় যে রামায়নের বাবার তিনজন স্ত্রী ছিলো।

বিষ্ণুসূত্র, অধ্যায়-২৪, আয়াত-১

● ——————————————————:

Vishnu sutra, ch-24, V-1

ব্রাহ্মনের চারজন স্ত্রী ছিলো

● **মহাভারত অনুশাসন পর্ব, সেকসন-১৫ ঃ**

কৃষ্ণার ১৬হাজার ১ শত ৮ জন স্ত্রী ছিলো

অর্থাৎ কৃষ্ণার যদি এতগুলো স্ত্রী থাকতে পারে তাহলে একজন মুসলমানের কি (শর্তসাপেক্ষে) চারজন স্ত্রী থাকা খুব বেশী?

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে বলেন–

□ সুরা নিসা, অধ্যায়-৪, আয়াত-৩

Sura Al-Nasa, ch-4, V-3

... Marry women of your choice, two or three, or four But if you fear that you shall not be able to deal Justly (with them) then (marry) only one... তোমার পছন্দ মতো দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারো; কিন্তু তুমি যদি মনে করো যে সবার সাথে সমান ব্যবহার বা ন্যায় বিচার করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একজনকে বিয়ে করো...

হিন্দু শাস্ত্রের কিছু মহৎ ব্যক্তিত্ব

Some great schoolars in Hinduism

বৃটিশরা যেহেতু ভারতবর্ষকে প্রায় দুশত বছর শাসন করেছে তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির বেশ কিছু বিলুপ ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে বেশ কিছু সংস্কারকের (Reformer) উদ্ভব ঘটেছে। যেমন

– রাজা রাম মোহন রায়
– স্বামী বিবেকানন্দ
– স্বামী দয়ানন্দ সরেশ্বতী
– বিচারপতি এম. জি. রানাদে

● এদরে মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন রাজা রাম মোহন রায়। তিনি ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজী, আরবী এবং ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং ১৮০৩ সালে একটি বই রচনা করেন যেখানে বলা হয়েছে যে– মূর্তি পুজা নিষিদ্ধ। তিনি 'উপানিশাদ' দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে

– ঈশ্বর এক এবং আকার বিহীন,
– ঈশ্বরের কোন অবতার নেই,
– ঈশ্বর কখনই মানবরূপে আবির্ভূত হয় না এবং
– মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ।

তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজের' প্রবক্তা ছিলেন এবং বর্ণবাদের (caste system) বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে

– কোন আকৃতি
– কোন খোদাইকরা আকৃতি (curving)
– কোন মূর্তি (Statue)
– কোন ছবি (Picture)
– কোন অবয়ব (Portrait) ঘরে থাকবে না

● ব্রাহ্ম সমাজের বিকল্প হচ্ছে 'প্রাত্ন সমাজ' যার প্রবক্তা হচ্ছেন 'বিচারপতি এম, জি রানাদে'। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সকল কিছু অনুসরণ করতেন এবং বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন

– মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি এবং
– মেয়েরা বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহিত হওয়ার প্রতি।

● আরেকজন সংস্কারক হচ্ছেন 'স্বামী দয়ানন্দ সরেশ্বতী'। তিনি ১৮৭৫ সালে 'আর্য সমাজ' (Arya Samaj) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কঠোরভাবে ভেদ এর অনুসারী ছিলেন এবং বলতেন যে সব হিন্দুদের উচিত শুধুমাত্র 'ভেদ' অনুসরণ করা। তিনি ও মনেপ্রানে বিশ্বাস করতেন যে

– ঈশ্বর এক এবং নিরাকার,
– তাঁর কোন অবতার নেই,
– তিনি কখনও মানবরূপ ধারণ করেন না এবং
– মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ

● স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন বিশেষ আরেকজন সংস্কারক। তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশনের' প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভেদ এর অনুসারী ছিলেন। তিনি বলতেন ভেদ এর ৯৯ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে যে একভাগ আছে তাই সংরক্ষণ করে রাখতে হবে, এবং আমাদেরকে 'হিন্দু' বলা ঠিক না– বলা উচিত ভেদের অনুসারী (vedantist)

ইসলামের দৃষ্টিতে 'জিহাদ'
Zihad (Striving) in Islam

জিহাদের ব্যাপারে অনেক মুসলমান এবং অমুসলমান বিস্তর ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে ভাষার জন্য, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য, রাজনীতির জন্য অথবা বর্ণবাদ নিরসনের জন্য যে কোন আন্দোলনই 'জিহাদ'।

জিহাদ এসেছে আরবী শব্দ 'জাহাদা' থেকে যার অর্থ

– সংগ্রাম করা বা
– কোন কিছুর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা

[Jihad means to strive or struggle]

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে জিহাদ হচ্ছে–

"নিজের ভেতরে যে রিপু বা শত্রু আছে বা অপশক্তি আছে তার বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করা।"

অন্য অর্থে

"সমাজে শান্তি আনয়ন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা বা সংগ্রাম করা।"

অন্য অর্থে

যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা

অন্য অর্থে

অত্যাচারী বা জুলুমবাজ শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইংরেজী অভিধানে (dictionary) জিহাদ অর্থ বলা হয়েছে "ধর্ম যুদ্ধ"

[Jihad = Holy war]

ধর্মযুদ্ধের আরবী হচ্ছে = হারবুমুকাদ্দাছা

পবিত্র কোরান বা সহী হাদিসের কোথাও জিহাদ অর্থ 'হারবুমুকাদ্দাছা' উল্লেখ নেই। ধর্ম যুদ্ধ বা হলি ওয়ার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিলো খৃষ্টানদের ক্রোসেডের সময়। অর্থাৎ ষোড়স শতাব্দীর দিকে সারা পৃথিবীতে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিলো সেটাকে খৃষ্টান পাদ্রীরা 'ধর্ম যুদ্ধ বা হলি ওয়ার' নামে আখ্যায়িত করেছিলো।

যদিও বর্তমানে অনেকেই এমনকি তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদরা জিহাদ অর্থ ধর্মযুদ্ধ মনে করেন যাহা পুরোপুরি ভুল।

জিহাদের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে 'যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করা এবং এটি হতে হবে সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। কোন পার্থিব বা ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য নয়।

অনেক মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতরা পবিত্র কোরানের নিম্নের আয়াতের রেফারেন্স টেনে এর ভুল ব্যাখ্যা দেন। যেমন

❑ সুরা তওবা, অধ্যায়-৯, আয়াত-৫

Sura Al-Tawba, ch-9, v-5

.... then fight and slay the pagans wherever you find them, and seize them, beleaguer them...

... মুশরিকদের [অমুসলিম (এখানে মক্কার)] যেখানেই পাবে সেখানেই তাদেরকে গায়েল করো এবং হত্যা করো এবং অবরুদ্ধ করো...

এখানে যে সময় এবং প্রেক্ষাপটের কথা বলা হয়েছে তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মক্কার মুশরিক (অমুসলিম) এবং মুসলমানদের মধ্যে যখন শান্তি চুক্তি হয় এবং মুশরিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে শান্তিচুক্তি ভংগ করে তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হয়, যেখানে মুসলমানদের বলা হয়েছে চারমাস ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য এবং পরবর্তীতে যখন যুদ্ধ হবে তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজেদের (মুসলমানদের) আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের আক্রমন প্রতিহত করতে শত্রুপক্ষকে হত্যার ইঙ্গিত। এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার নজির নেই।

পরের আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন–

❐ সুরা তওবা, অধ্যায়-৯, আয়াত-৬

Sura At-Tawbah, ch-9, V-6

If one amongst the Pagans ask you for asylum, grant it to him, so that he may hear the word of Allah; and then escort him to where he can be secure, ...

যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমাদের কাছে (আত্মসমর্পন করে) আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে; এবং তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সংগে করে নিয়ে যাও,...

অর্থাৎ এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের কেউ যদি আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে শুধু পলায়ন করতেই দিও না বরং তাকে নিজের প্রচেষ্টায় নিরাপদ স্থানে রেখে আসো। ইসলামের এমন সুশীতল শান্তির বার্তা পৃথিবীর আরকোন ধর্মে বা জাতিতে কি পাওয়া যাবে?

একই কথা আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন–

❐ সুরা আনফাল, অধ্যায়-৮, আয়াত-৬০

Sura al-Anfaal, ch-8, V-60

Against them (enemies) make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war to strike terror in to (the hearts of) the enemies, ...

তাদের (শত্রুদর) বিরুদ্ধে ঘোড়া সজ্জিত সহ তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকো যা শত্রুদের ভেতরের ভীতকে আঘাত করে, ..

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন–

V-64 (আয়াত-৬১)

But if the enemy incline towards Peace, do you also incline towords Peace,...

কিন্তু যদি শত্রুরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে তোমরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হও,...

কোন নিরপরাধ লোককে (যে কোন ধর্মের) হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন–

☐ সুরা মাইদা, অধ্যায়-৫, আয়াত-৩২

Sura Al-maidah, ch-5, v-32

... If anyone slew a Person unless it be for murder or for spreading mischief in the land- it would be as if he slew the whole People : If anyone saved a life it would be as if he saved the life of the whole People.

.... কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলো যদি না সেই হত্যা– 'হত্যার পরিবর্তে হত্যা' অথবা 'পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার বিস্তারের জন্য' হয়– তাহলে সে যেনো গোটা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলো। আর কেউ যদি একজন লোককে রক্ষা করলো সে যেন গোঠা পৃথিবীর লোককে রক্ষা করলো।

উপরের আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আত্মঘাতি বোমা হামলা (Suicide bombing) সহ যে কোন ধরনের হামলা যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের লোক দ্বারা সংঘটিত হওয়ার ফলে যদি একজন নিরপরাধ লোকও (হোক সে যে কোন ধর্মের) মৃত্যুবরণ করে তবে হামলাকারী যেন গোঠা পৃথিবীর লোককে হত্যা করলো এবং সে ঐ পাপে পাপী হবে।

ইসলামী মতে যুদ্ধ হচ্ছে সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল দরজা বন্ধ তখন কোন উপায় না থাকায় পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ হচ্ছে সর্বশেষ স্তর।

হিন্দু শাস্ত্রে জিহাদ
Zihad in Hinduism

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-২, আয়াত-৫০

❑ ——————————————:

Bhagavad Gita, Ch-2, V-50

এখানে শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে জিহাদ করতে বলে।

মহাভারত পড়লে দেখা যায় যে হাজার হাজার আয়াত আছে যুদ্ধ করার জন্য। বিশেষ করে পাণ্ডব এবং কাউরোছের মধ্যে যুদ্ধ

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-১, আয়াত-৪২-৪৬

❑ ——————————————:

Bhagavad Gita, Ch-1, V-42-46

অর্জুন বলে 'আমি আমার চাচাত ভাই কাউরোছের সংগে যুদ্ধ না করে বরং নিজে মরণ বরণ করবো। আমি কি করে আমার ভাইয়ের সংগে যুদ্ধ করবো'?

পরবর্তীতে লর্ড কৃষ্ণ বলে–

ভগবদ গিতা, অধ্যায়-২, আয়াত-২-৩ এবং আয়াত ৩১-৩৩

❑ ——————————————:

Bhagavad Gita, ch-2, V-2-3 and V-31-33

হে অর্জুন কি করে তোমার ভেতরে এমন কাপুরুষের মনোবৃত্তির উদয় হলো? তুমি কেমন করে এমন নিঃস্তেজ হয়ে গেলে? কাউরোছের সংগে তোমার যুদ্ধ না করার অর্থ হলো তুমি মহাপাপী হয়ে গেলে অর্থাৎ তুমি স্বর্গে যেতে পারবে না।

কারন এখানে যুদ্ধ হয়েছিলো ন্যায় (truth) এবং অন্যায়ের (falsehood) মধ্যে। অর্থাৎ কাউরোছ ছিলো অন্যায়ের পোষক আর কৃষ্ণ ছিলো ন্যায়ের ধারক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর বা আল্লাহ কোন সামাজিক বা রক্তের সম্পর্ককে পরোয়া করেন না।

ধর্মগ্রন্থসমূহ শুধুমাত্র রিডিং পড়ার জন্য নয় বরং বুঝার জন্য

Sacred Scriptures not merely for Reading but for Understanding

কোন কিছু শুধু রিডিং পড়া এবং বুঝা এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। প্রতিটি ধর্মের সিংভাগ লোকই তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ অর্থসহকারে বুঝার চেষ্টা করে না, যেমন আমরা বেশীর ভাগ মুসলমান আমাদের পবিত্র গ্রন্থ 'কোরানশরীফ' আরবী ভাষায় রচয়িত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র রিডিং পড়ি এবং অতি কম সংখ্যক লোক নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ পড়ি যে জন্য বাস্তব ইসলামের সংগে আমরা মুসলমানরা অনেক দূরে অবস্থান করছি। তেমনি হিন্দুদের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচয়িত হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিজস্ব ভাষায় অর্থ সহকারে বুঝার চেষ্টা করে না তাই তারাও তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। যেমন–

রিগভেদ, বই-১০, হিম-৭১, আয়াত৪

❑ --:

Rigveda, Bk-10, Hymn-71, V-4

অধিকাংশ লোক ধর্মগ্রন্থ সমূহ শুধুমাত্র রিডিং পড়ে কিন্তু বুঝে পড়ে না।

একই কথা পবিত্র কোরনে আছে

❑ <u>সুরা বাকারাহ, অধ্যায়-২, আয়াত-88</u>

Sura Al-Baqarah, ch-2, v-44

Do you enjoin right conduct on the People, and forget (to Practise it) yourselves, and yet <u>you study the scripture? Will you not understand?</u>

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজে আদেশ দাও আর নিজেরা ভুলে থাকো, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো! তবে কি বুঝনা?

☐ সুরা বাকারাহ, অধ্যায়-২, আয়াত-১৮

Sura Al-Baqarah, ch-2, V-18

Deaf, dumb, and blind, they will not return (to the Path)

বধির, বোবা, এবং অন্ধ তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে না।

প্রকৃতপক্ষে সব ধর্মের গুরুরা তাদের স্বার্থে অনুসারিদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সঠিকভাবে বুঝতে এবং অনুধাবন করতে নিরুৎসাহিত করে।

For Comments
mzaman_Khan @ yahoo. com